খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের  
পুণর্মিলনীতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।  
.......কৃষিবিদ ড. মো. আখতারুজ্জামান\*\*

আগামীকাল ভোরের সোনালী সূর্য উঠার সাথে সাথেই শুরু হবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পুণর্মিলনী অনুষ্ঠান। প্রত্যাশিত এই সুন্দর অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পুরানা কৃষিবিদ ছাত্র ছাত্রী (১৯৯৬-২০১৬), শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা এই অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন তাঁদের সবাইকে আমার অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করছি। সেইসাথে অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ প্রাক্তণ ছাত্রীদের উদ্দশ্যে স্বীয় সাদা মনের দরজা অবারিত করে অত্যন্ত সুখানুভূতি নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাইছি:

প্রিয় অনুজ কৃষিবিদ ভাই ও বোনেরা,

আর কয়েকঘন্টা বাদেই তোমরা এক অন্য রকমের আনন্দ উৎসবে মাতোয়ারা হবে, মাতিয়ে তুলবে গোটা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, র‌্যালি, বিষয় ভিত্তিক সেমিনার, উন্মুক্ত আলোচনা, স্মৃতি রোমন্থন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান , ফটোসেশন, “চিরকূটের” ব্যাণ্ড সংগীত সব মিলিয়ে গোটা দিন এবং রাত দ্বি-প্রহর অব্দি অন্য রকমের এক আমেজে কাটবে তোমাদের কিছু ভাল সময়, যার শিহরণ মনের পাতায় আরেকটি স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে থাকবে অনেক অনেককাল।

এই অনুষ্ঠানের সূচনা লগ্ন থেকে তোমাদের একটা বড় অংশ সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে সরব রয়েছে, Agrotech REUNION 2016 নামে একটা পাবলিক ফেসবুক গ্রুপ খুলে আপডেট খবরাখবর আদান প্রদান করছে আর এসব দেখে আমি প্রতিনিয়ত প্রতি মুহুর্তে শিহরিত হয়েছি। প্রাণবন্ত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিতি হয়ে তোমরা একে অন্যের সাথে আনন্দ বেদনা হাসি কান্না আর সুখ দুঃখের স্মৃতি আদান প্রদান করবে, রোমাঞ্চিত হবে, রোমাঞ্চিত করবে; অগ্রজ অনুজ সবাই এক কাতারে শামিল হবে; কখনো একীভূত হয়ে ফটোসেশন করবে একই ব্যাচের ছাত্র ছাত্রীরা; ভাব বিনিময় হবে নিবিড়ভাবে, পুরানা স্মৃতি আকড়ে ধরে কেউ কাউকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করবে, কাউকে দেখে পুরানা দিনের হারানো স্মৃতি হাতড়িয়ে লজ্জা পাবে এমনি আরো কত কি? তোমাদের এসব অনাবিল আনন্দ আর নিষ্কুলষ সুখানভূতির কথা ভাবতেই অন্য রকমের থ্রিল অনুভব করছি।   
আমি ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা একজন কৃষিবিদ আর তোমরা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিন হতে পাশ করা কৃষিবিদ তার উপরে তোমাদের অনেকের সাথে আমার একটা অন্য রকমের নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তোমাদের সাথে খণ্ডকালীন শিক্ষকতার সূত্র ধরে। সেই ২০০৩ থেকে ২০১২ অব্দি মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে, কখনো বিরতিহীন ভাবে তোমাদের অনেক কে আমার পড়ানোর সুযোগ হয়েছিল, সেইসূত্রে তোমাদের অনেকের সাথে তৈরি হয়েছে আমার আত্মিক মেলবন্ধন। তোমাদেরকে পড়াতে যেয়ে আমি সম্মানিত হয়েছি, আমার অভিজ্ঞতার ঝুড়ি ঋদ্ধ হয়েছে, সর্বোপরি তোমাদের সাথে একটা নিবিড় বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছে। ছোট বড়তে বন্ধুত্ব কতটা মধুর হতে পারে সেটা আমি মর্মে মর্মে ঊপলব্ধি করেছি তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে।

ইচ্ছে ছিল তোমাদের সাথে ৩০ এপ্রিলের (২০১৬ খ্রি.) পুরো দিনটা কাটাবো; যথা সময়ে দাওয়াত কার্ড সসম্মানে আমার বাসায় পৌঁছে গেছে, অনেক প্রাক্তন স্টুডেন্ট আমাকে ফোন করে অনুষ্ঠানে উপস্থিতি হওয়ার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে; কিন্তু একটা দ্বীনি কাজে আমাকে একটু গ্রামের বাড়িতে থাকত হবে পারিবারিক মসজিদ তৈরির জন্যে। যে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করা হয়েছিল এ বছর ১৯ ফেব্রুয়ারী তে । আমি ও আমার তথ্য প্রযুক্তিবিদ ছোটভায়ের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহায়তায় কুষ্টিয়া সদর উপজেলার নিজ গ্রাম দুর্বাচারা আমার বাড়ি প্রাঙ্গণে নির্মিত হচ্ছে এই মসজিদটি। নির্মানাধীন মসজিদটির সার্বিক কাজের তদারকের কারণেই আমাকে সেখানে যেতে হচ্ছে। আমরা নিয়ত করেছি এ বছর তারাবী নামাজ পড়ার মাধ্যমে আমার মসজিদটির শুভসূচনা করার। এ ব্যাপারে তোমাদের কাছে দোয়া চাইছি। ফলে তোমাদের এই অনুষ্ঠানে না যেতে পারার জন্যে বেদনাহত চিত্তে তোমাদের কাছে মার্জনা চাইছি। তবে Physically না থাকলেও আমি Virtually তোমাদের সাথেই রযেছি। বস্তুত: আমি এ ধরনের অনুষ্ঠান সচরচার মিস করতে চাইনা, তবে বিশেষ কারণেই এবারে মিস করতে হচ্ছে। আশা করছি আজ থেকে ৫ বছর বাদে যখন তোমরা রজত জয়ন্তী পালন করবে তখন উপস্থিত থাকবো ইনশেল্লাহ।

প্রিয় বন্ধুরা,

তোমরা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে ইতোপূর্বে এ বছর(২০১৬ খ্রি.) ১৭ জানুয়ারী তারিখে তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়ায় আমি আমার এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে “নস্টালজিয়ায় আমার শিক্ষকতার জীবন এবং খুলনা শ্বিবদ্যিালয়ের প্রিয় শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ” শিরোনামে তোমাদের সাথে আমার সম্পর্কের স্মৃতি কথার এক সাদা মাটা বিবরণ তুলে ধরেছিলাম। তোমাদের প্রতিক্রিয়ায় সেটাতে এক অভাবনীয় সাড়া পড়েছিল, সেটা দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম, সেই থেকে তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ মমতা আরো বেশী বেগবান হয়েছে। তোমাদের এই শুভদিনে তোমাদের স্মৃতির পাতায় আরো কিছু নতুন স্মৃতির সংযোগের লক্ষ্যে আমার সেই লেখার চুম্বকাংশ এবং আমার ঐ লেখার বিপরিতে তোমাদের প্রতিক্রিয়ার কিয়দংশ এখানে তুলে ধরলাম। আমি আশা করছি এটা তোমাদের স্মৃতিচারণে নতুন মাত্রা যোগ করবে ।

“আমি তখন গাজীপুরস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (BSMRAU) PhD ছাত্র। আমার ভর্তির কিছুদিন বাদে সেখানে PhD করতে আসেন সঞ্জয় অধিকারী দাদা, উনি আমার ৫ বছরের সিনিয়র, দাদা তখন হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক। BSMRAU’র ডরমিটরীর PhD Floor এ আমি ও সঞ্জয় দাদা পাশাপাশি রুমে বসবাস করি। PhD শেষে দাদা হাজী দানেশ থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। আমি সে সময় কর্মরত যশোর হর্টিকালচার সেন্টারে। তখন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনে এন্টোমলজি শিক্ষকের অভাব পূরণে সঞ্জয় দাদা আমাকে সেখানে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করার সুযোগ এনে দেন। এই থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমার সেতুবন্ধন রচিত হয়। সঞ্জয় দাদা পরবর্তীতে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিও ছিলেন অনেকদিন। অত্যন্ত মেধাবী পরোপকারী, সদালাপী,মহানুভবতা এবং সর্বগুণে গুণান্বিত একজন অসাধারণ মানুষ হলেন সঞ্জয় দাদা । প্রসংগত বলতেই হয়, দাদা তখন ভিসি, আমি খবরটি জেনে ফোন করে তাকে কনগ্রাচুলেট করে বললাম, “দাদা, এরপর থেকে আপনাকে আর দাদা বলবো না, স্যার বলবো, কারণ আপনি ভিসি মানুষ”। তার ত্বরিত জবাব, “থাপ্পর দিয়ে দাঁত ফেলে দেব, আমি কী তোমার স্যার না দাদা? আমাকে কক্ষণো স্যার বলবে না, স্যার বললে তোমার সাথে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না”।

সঞ্জয় দাদার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো যে কোন অবস্থায় তিনি মোবাইল বা ফোন রিসিভ করেন, তাতে সে যত ব্যস্তই থাকুন না কেন? যাহোক দাদার বদান্যতায় বিভিন্ন সময়ে বিরতি দিয়ে আমি সেখানে কাজ করেছি ২০০৩ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এবং এ সময়ের মধ্যে আমি কমপক্ষে বিভিন্ন ইয়ারের গোটা দশেক ব্যাচের স্টুডেন্টদেরকে পড়িয়েছি । সেকেণ্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফাইনাল ইয়ার এবং মাস্টার্সের স্টুডেন্টস্ও পড়িয়েছি। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করতে যেয়ে আমার মর্যাদা বেড়েছে অনেকখানি, আর একটা ভাল সম্পর্ক তৈরি হয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্টুডেন্টদের সাথে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রোটকনোলজি ডিসিপ্লিনে ২ জন বাদে সব শিক্ষকই ছিলেন কৃষিবিদ এবং আমার জুনিয়র। জুনিয়র সকল কৃষিবিদ শিক্ষকদেরকে আমি নাম ধরে ডাকতাম এবং সিনিয়র দুজন শিক্ষক আমাকে নাম ধরে ডাকতেন । ফলে সকল শিক্ষকের সাথে আমার একটা ভাল সম্পর্ক তৈরি হয় যে সম্পর্ক আজও বিদ্যমান আছে এবং থাকবে ততদিন , যতদিন এই ধরণীতে আমার স্মৃতিশক্তি আমার সাথে প্রতারণা না করে । অগ্রজ অনুজ যেসব শিক্ষকেরা আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন ও সম্মান করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলো:প্রফেসর ড. সঞ্জয় অধিকারী , প্রফেসর ড. আ. মান্নান, ড. ইয়াসিন , প্রফেসর কুদ্দুস, ড. বশির, প্রফেসর রেজাউল, ড. মনির, ড. মাহাতালাত, ড. পূর্ণেন্দু গাইন (প্রয়াত), ড. শফিক, ড. শফিক (২), ড. শামীম, ড. তুষার, জাহাঙ্গীর, ইয়ামিন, মিসেস সাবিহা, মিসেস রিম্মি, শিমুল দাশ, দেবেশ দাশ, পারভেজ প্রমূখ। শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিলে কেমন লাগতো জানিনে তবে, পেশাহীন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আমার কাছে অনেকখানি সুখকর । আমি ছাত্রদের পড়িয়ে বেশ মজা পেয়েছি তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরিণত বয়সী তাই ওদের সাথে মিথষ্ক্রিয়াটাও ভাল হতো। আমার পড়ানোর টেকনিক, ওদের সাথে আচরণে এ সবে ওরা যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করতো আমিও তেমনি খুশী হতাম। .........

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার খণ্ডকালীন শিক্ষকতার জীবনে আমার প্রায় সকল ছাত্র ছাত্রী আমাকে অসম্ভব রকমের ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে বলে আমি বিশ্বাস করি; অন্তত: আমার অবজারভেশনে তেমনটিই মনে হয়েছে, যদিও আমি তাদের পড়িয়েছি খুব সময়। ফেসবুকে আমার ফ্রেণ্ডলিস্টের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে আমার সেসব প্রিয় ছাত্রীরা। অনেকের সাথে কখনো ফোনোলাপ হয়, কখনো ফেসবুকোলাপ হয় আবার কখনোবা দরশন ঘটে, আমার বাসা ,অফিসে বা অন্য কোন খানে দৈবাৎ। ওদের সাথে ছোটখাট টুকরো স্মৃতি অনেক সময় আমার নস্টালজিয়াকে তাড়িত করে আমাকে অন্য এক জগতের কল্পলোকের রঙিন ফানুসে করে নিয়ে বেড়ায় অনেকটা সময়।

দুইটা লং টুরে ওদের সাথে একটা ভাল সময় আমার কেটেছিল, নিবিড়ভাবে। সিলেটের জাফলং, হিমছড়ি, শ্রীমঙ্গলের চা বাগান থেকে শুরু করে, কক্সবাজার, এবং সেন্টমার্টিনে রাত কাটানোর অনেক সুখ স্মৃতি আছে ওদের সাথে। সেন্টমার্টিন দ্বীপের পুরুটা ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতাও তো কম আনন্দদায়ক ছিল না। খুব গর্ব করে বলতে পারি আমি সেন্টমার্টিন দ্বীপের পরিধিটা সম্পূর্ণ পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখেছি আমার ছাত্র ছাত্রীদের সাথে করে। সেন্টমার্টিনের সর্বদক্ষিণে ছোট দ্বীপ আর ছেড়া দ্বীপে হেঁটে হেঁটে লম্বা সময়ে বিচরণের অভিজ্ঞতা অন্য রকমের। সেন্টমার্টিনে ভ্রমণরত আমার প্রিয় ছাত্র কাউসার, বেশ হালকা পাতালা তাই ওকে আমি মহাবীর দুর্বল সিং বলে ডাকতাম অথচ সেই মহাবীর দুর্বল সিং কাউসার সেন্টামার্টিনের পুরো দ্বীপটা আমার সাথে ঘুরেছিল; শেষ পর্যন্ত আমার সাথে ঐ রেসে টিকে ছিল কাউসার আর অসীম পাল। সোনিয়াও আমাদের সাথে ছেঁড়া দ্বীপ পর্যন্ত গিয়েছিল, তবে ফেরার পথে আমাদের সাথে সম্পূর্ণ পথ অতিক্রম করতে পারিনি। আমার স্নেহধন্য অনুজ প্রতীম প্রিয় ছাত্র ছাত্রীদের সান্নিধ্যে সেন্টমার্টিন দ্বীপে রাতের অনাবিল সৌন্দর্য্য আর ব্লু মেরিন রিসোর্টে রাত কাটানোর কথা প্রায়শই স্মৃতির পাতার দোলাচলে আমাকে বিমোহিত করে, আপ্লুত করে। অকৃত্রিম অমলিন প্রাণবন্ত এসব স্মৃতি কী কখনো ভোলা যায়?  
আমার ছাত্র ছাত্রীদের অনেকেই বেশ ভাল ভাল চাকুরিত আছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ক্যাডার সার্ভিস, বর্হিবিশ্বে অনেক ভাল ভাল জায়গাতে আমার ছাত্র ছাত্রীরা অবস্থান করছে। খুব কম সময়ে তাদেরকে আমি পড়ালে তাদের নিয়ে আমার গর্বের শেষ নেই। পাভেল অনেক আগেই পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে ক্যাডার সার্ভিসে প্রবেশ করেছে, তার বাদে পুলিশ ক্যাডারে প্রবেশ করেছে আরেক ছাত্র সৌমিত্র। সাবিহা, দেবেশ ,শিমুল, রিম্মি, পারভেজ ওরা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার হয়েছে। মারুফ বিল্লাহ টিচার হয়েছে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের।

আমার অনেক ছাত্র ছাত্রী এখন আমার জুনিয়র কলিগ;তারা ক্যাডার সার্ভিসের সদস্য হিসেবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে যোগদান করেছে। আমাকে দেখলে ওরা মজা করে বলে,“আখতার স্যার আমাদের ডাবল স্যার, এক হলো ডিপার্টমেন্টের স্যার, ২য় হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার....। মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালক রুহুল কবির আমার প্রথম ব্যাচের ছাত্র। আমার পূর্ববর্তী কর্মস্থল দর্শনা উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের অতিরিক্ত উপ পরিচালক, কামরুন্নাহার মিতাও আমার প্রথম দিকের স্টুডেন্ট। কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, দৌলতপুর, খুলনার উর্ধতন প্রশিক্ষক নাহিদা ইসলাম সোমাও আমার স্টুডেন্ট।  
অনেক প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ কিছু কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। রুহুল আমিন আমার প্রথম ব্যাচের ছাত্র সিআর ছিল। বর্তমানে মেহেরপুরের বারাদী কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার ; আকস্মিকভাবে ওর অফিসে একদিন হাজির হলে রুহুল আমিন তো চেয়ার ছেড়ে আমার সামনে আর ওর বিশেষ চেয়ারে বসতে চাইছে না। আন্তরিক আপ্যায়নের শেষ নেই। অন্য আরেকদিন বাসে যাবার সময় জোর করে রুহুল আমিন আমার বাস ভাড়া দিয়ে দেয়।

ক’দিন আগে পারভেজের সাথে দেখা, যশোরে BRAC Learning Centre এ একটা ট্রেনিং প্রগ্রামে; আমি সেখানে একটা ট্রেনিং এ ট্রেনি হিসেবে ট্রেনিং নিচ্ছিলাম আর পারভেজ আরেকটা ট্রেনিং এ ট্রেইনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিল। আমাকে দেখে যেন ওর বিনয়ের শেষ নেই। এক পর্যায়ে আস্তে করে বললো, “স্যার আপনার আরেক ছাত্রী অন্তরা শিশির এখন আমার স্ত্রী”। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলাম।  
রিম্মি এখন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এগ্রেটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের সহকারী অধ্যাপক, ফেসবুকে সুন্দর সুন্দর ছবি পোস্ট করে, ওর হাজবেণ্ড একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি ডিসিপ্লিনের ছাত্র, বর্তমানে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার হিসেবে খুলনার দাকোপে কর্মরত। মাস দেড়েক আগে খুলনার কোন একটা প্রগ্রামে রিম্মির হাজবেণ্ড রুবায়েতের সাথে কথা হয়। রুবায়েত আমার স্টুডেন্ট না হলেও এক অপরিসীম ভক্তিতে আমাকে সম্মান দেখালো; জোর করে বাসায় নিতে চাইলো; ফোনে কথা বলালো ওর স্ত্রী রিমির সাথে। রিমির শিশুসুলভ কথার স্টাইলটা আমি বরাবরই খুব এনজয় করতাম।

তুহিন ও বিনি বিয়ে করে অনেক আগেই দেশ ছেড়েছে। সিরাজুম মনিরা রুমী কানাডার University of Manitoba তে PhD কোর্সে অধ্যয়নরত। মাসখানেক দেশে থেকে এখানকার অভিজ্ঞতা ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ বেশ নিরপেক্ষতার সাথে ওর এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে তুলে ধরেছিল এ মাসের ০২ তারিখে। ভাল লেগেছিল রুমীর ঐ লেখাটি । রুমী বেশ ধর্ম্মভীরু ছিল, ওর ধর্মীয় অনুশীলনকে আমি সম্মানের চোখে দেখতাম।  
শিমূল দাশ সবে আমেরিকা গেছে PhD করতে। যাবার ক’দিন আগে শিমূল ফোন করে তার আমেরিকা যাবার খবরটি আমাকে নিশ্চিত করেছে। বরফে ঢাকা আমেরিকা থেকে বেশ সুন্দর সুন্দর ছবি আপলোড দিচ্ছে শিমূল।দেবেশ তো এখনো মাঝে মাঝে কারণে অকারণে আমাকে ফোন করে আমার কুশলাদির খবরাখবর আদান প্রদান করে।

আমার অগ্রজ ছাত্র অমরের সাথে অনুজ ছাত্রী প্রিয়াঙ্কার বিয়েতে প্রিয়াঙ্কার বন্ধুদের ১০/১২ জন আমার যশোরের বাসাতে রাত কাটিয়ে বেশ মজা করেছিল। আরো মজার ব্যাপার হলো অমর প্রিয়াংকার বিয়ের দিন আর আমার বিয়ের দিনটি একই পার্থক্য শুধু আগে আর পরে। দুঃখজনক হলেও সত্যি প্রিয়াংকার কৃষিবিদ বাবার অকাল প্রয়াণের ব্যাথাটি আমি আজও ভুলতে পারিনি কারণ তার সাথে ছিল আমার এক অন্যরকমের মধুর সম্পর্ক, তাঁর মোবাইল নম্বরটি আজও আমার মোবাইলে সেভ করা আছে। অনেকদিন প্রিয়াঙ্কার বাবার সাথে একই ট্রেনে করে দুজন দুজনের কর্মস্থলে পৌঁছুতাম।

অনেকে বিয়ে শাদী করে বউ বাচ্চাদের ছবি আপলোড করে; খুব মজা পাই ওদের এসব উচ্ছল প্রাণবন্ত ছবি পোস্ট করা দেখে । এদের মধ্যে অনেকেই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী বা সিনিয়র কাউকে বিয়ে করে বেশ ভাল আছে বলেই মনে হয়। সেখানটাতেও আমি আত্মতুষ্টি লাভ করি। ওদের ভাল কিছু শুনলে এবং জানলে কেন জানি অবচেতন মনেই একটু আত্মিক প্রশান্তি পাই। মনে হয় ওরা যেন আমার কতদিনের অতি আপনার মানুষ, আত্মার পরম আত্মীয়। আমার স্নেহধন্য ছাত্র ছাত্রীরা ভাল থাকুক সেটা আমার সারাক্ষণের কামনা।  
আমার ফেসবুক ফ্রেণ্ডের তালিকায় আরো যেসব ছাত্র ছাত্রীরা আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো: আ: সাত্তার , অদিতি খান চৈতি; আহসান উল্লাহ; অনরিুদ্ধ দাশ; অসীম কুমার পাল; বিশ্বজিত দাশ; ছোঁয়া; দেবেশ দাশ, শিমূল দাশ; দীপঙ্কর দাশ; হারুণ; জামাল; জয়ন্ত; জেসমিন; কাকন সাহা; কাওসার; মামুন আব্দুল্লাহ; মুক্তা; মারুফ বিল্লাহ; কাজল; কামরুল; শুভ; মামুন; মোস্তাফিজ; পারভেজ; রিয়া; নাজনিন রিমা; প্লাবনী সরকার বন্যা; প্রিয়াঙ্কা; আনিস; রিমি ; রোবায়েত; রুবেল; রুহুল আমিন; রুহুল কবির; বাঁধন; সজল সাহা; সঞ্জিব গোস্বামী; শান্ত কর্মকার; শওকত ওসমান; শওকত হোসেন; সাজ্জাদ; শেফা মণি; শেখ মনির; শিউলী মজুমদার; রিঙ্কন; সুব্রত; সুলতানা সোনিয়া; সুমন শীল; স্বরূপ পোদ্দার; তারিকুল; তন্দ্রা ফাতেমা; অমর বিশ্বাস; সৌমিত্র চাকমা প্রমুখ।

পরিশেষে আমি আমার প্রিয় অনুজ প্রতিম ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আমি তোমাদের সকলকে অনেক ভালবাসি। আমার আচরণে তোমরা কেউ কখনো কষ্ট পেয়ে থাকলে তোমরা জেনো সেটা আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি অথবা আমার আত্ম প্রকাশের দৈন্যতা। তোমাদের সকলের সাফল্যের জন্যে মনখুলে দোয়া করি। প্রাসংগিকভাবে কিছু ছাত্রী ছাত্রীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম, সেজন্যে যাদের নাম উল্লেখ করা হলোনা বা এমন অনেক প্রিয়জন থাকতে পারে যাদের নাম হয়ত এই মুহুর্তে আমার স্মরণে আসেনি, তাদের কাছে আমার বিনয়ী আহবান প্লিজ কিছু মনে করো না। এমন অনেক সময় হয় অনেক প্রিয়জনের নাম ও চেহারা সহসা মনে আসতে চায় না।

At last but not least যে কথাটি জোর দিয়ে বলতে চাই তাহলো আলোচনা সমালোচনা যা কিছুই থাক না কেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশীরভাগ স্টুডেন্ট সম্পর্কে আমার একটা স্থূল মূল্যায়ন হলো, এরা কম বেশী সবাই জব মার্কেটে বেশ ভাল করছে এবং বেশীর ভাগ স্টুডেন্টই বেশ ভাল ভাল চাকুরি পেয়েছে। বেশ কিছু ছাত্র ছাত্রী তাদের যোগ্যতার কারণে বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেছে, করছে এবং ভবিষ্যতে করবে। স্টুডেন্টদের সার্বিক মান অনেকখানি ভাল; তবে ব্যতিক্রম যে নেই সেটা বলবোনা; আর ব্যতিক্রম কখনো আদর্শ উদাহরণ হতে পারে না। সবচে বড় ব্যাপার হলো এখানকার স্টুডেন্টরা ভাল ইংরেজী জানে এবং ভাল কম্পিউটার পারে।

তাৎক্ষনিক চিন্তার ফসল হিসেবে যদি আমার এই সাদামাটা লেখাটি আমার সকল স্তরের ছাত্র ছাত্রীদের পছন্দ হয় তাহলে তোমরা তোমার অন্য বন্ধু বা প্রিয়জনদের কাছে শেয়ার করো। ........ অনেক ব্যস্ততার মাঝেও এটুকু লিখলাম হৃদয়ের গহীন থেকে উৎসারিত এক গভীর ভালবাসার টানে। ভাল থেকো বন্ধুরা। ভবিষ্যতে আবারো কথা হবে, দেখা হবে এই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ। নিরন্তর শুভেচ্ছা সকলের জন্যে।”

আমার উপরের লেখার ব্যাপারে তোমাদের প্রতিক্রিয়া ছিল অসাধারণ। সবচে ভাল লেগেছিল তোমাদের শিক্ষক প্রফেসর ড. মনিরুল ইসলামের প্রতিক্রিয়া । স্মৃতিচারণের অংশ হিসেবে সেসব প্রতিক্রিয়া এখানে হুবহু তুলে ধরা হলো:

\*Monirul Islam Ripon(তোমাদের মনির স্যার) (January 19 at 7:43pm)“আখতার ভাই, আপনার লেখাটি পুরোটাই মন দিয়ে পড়েছি, আপনাকে এমনিতেই ভাল লাগে, লেখাটা পড়ে আর ভাল লাগছে। আর আপনি যে এগ্রোটেক পরিবারকে এতটা ভালবাসেন এজন্য অভিভুত! আমরাও আপনাকে ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি। দুনিয়াতে ভাল মানুষের সংখ্যা নাকি কম, কিন্তু আপনি সেই কম মানুষদের একজন উন্নত সংস্করন।ভাল থাকবেন,অনেক ভালবাসা।

\*Rejaul Bd(তোমাদের রেজাউল স্যার)(January 18 at 3:47am) Darun....!!!!!! Akter vai....

\*Shimul Das(সহকারী অধ্যাপক এবং বর্তমানে আমেরিকাতে পি-এইচ.ডি করছে)(January 25 at 11:26am) Respected sir, the deliberate thoughts you have revealed in your writing are undoubtedly praise worthy. I feel great pleasure to read it. Heartily wish you, sir a healthy and happy life.

\*RN Remme(সহকারী অধ্যাপক)(January 17 at 10:45pm) অসাধারন লিখেছেন |

\*Rubaiat Zeeko(রিম্মির হাজবেণ্ড)(January 19 at 12:23pm) স্যার প্রথমে আপনার অসাধারন এই সৃত্মিচারণমূলক লেখার জন্য ধন্যবাদ। আপনার লেখায় নিজের নাম দেখে সত্যিই প্রচন্ড রকম বিস্মিত হয়েছি। আপনার কথা অনেক অগে থেকে জানতাম, রিম্মীর মুখে অনেক শুনেছিলাম, আমার ফেসবুকেও ফ্রেন্ড ছিলেন, চাকরিতে প্রবেশের পর যখন নড়াইলের লোহাগড়াতে পোস্টিং পেলাম তখন চাকরির সুবাদে ম্যডামের (স্যারের স্ত্রী) সাথে পরিচয় হল। কিন্তু কখনও আপনার সাথে দেখা হয়নি। মাসখানেক আগে খুলনার একটা অফিসিয়াল পোগ্রামে আপনার সাথে প্রথম দেখা হল। সেই ক্ষণিক পরিচয়ে আমাকে এখনও মনে রেখেছেন এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনার লেখাটা বেশ কয়েকবার পড়লাম। পড়ার পর আবারও নতুন করে উপলদ্ধি করলাম ভার্সিটির উচ্ছ্বল দিনগুলো হারিয়ে গেছে। সময় ছুটছে, বয়স বাড়ছে। পরিচিত সব বন্ধুরা যাদের সাথে দিনের পর দিন একসাথে সময় কেটেছে পেশাগত জীবনে তারা ছড়িয়ে পড়েছে আজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে। আপনার এ্ই লেখাটা সেই সব পুরোনো বন্ধুদের মুখগুলো সৃত্মির আয়নায় ক্ষণিকের জন্য তুলে ধরলো। পুরোনো সময়কে আরও একবার মনে করিয়ে দিল। আপনি এবং ম্যাডাম ভালো থাকবেন। আপনাদের আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন।

\*Pervez Khan(বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার)(January 17 at 11:02pm) Sir Awesome writing...

\*Dipankor Paul (January 18 at 8:27pm)Sir amon akta nostalgic lekhar jnno apnake anek dhonnobad, amader agrotech family bond apnar lekhar maddome aro strong holo

\*Sanzida Trishna (January 19 at 9:02am)লিখাটা কয়েকবার পড়লাম স্যার, আপনার সেই আতিথিয়তার কথা কোনদিন ভুলবোনা। ধন্যবাদ আমাদেরকে এভাবে মনে রাখার জন্য।

\*Sirajum Munira Rumi(January 19 at 9:07am) Dear Sir, you always in our heart! It is my pleasure that you remember me!! I can still remember your motivational speech in and outside of the class. I was talking about you with my husband! Please take Salam from him. Don't forget to keep us in your prayer! One more thing, you made me nostalgic specially about Sanjoy Sir. I have learnt a lot from him. I had a personal relationship with him. He taught me how to lead a simple honest life. I love him as my dad. Recently, I went back home. I wanted to contact him. Unfortunately, I couldn't. I wanted to visit my lovely campus I couldn't. I don't know why. I tried to forget everything what happened with me in 2012. I couldn't. Please say Salam to my beloved Professors if you see them. I apologize for this comment.

\*Priyanka Mondal(January 19 at 3:03pm) স্যার, আমার খুব অবাক লাগে আপনি কিভাবে এত মানুষকে মনে রাখেন বা মনে করেন। আমার বাবার মাঝেও এই গুনটা ছিল। আমি জানতাম না যে আপনি আমার বাবাকে চিনন্তেন। বাবা শত ব্যাস্ততার ভিতরেও সবাই কে ফোন করত। এমনকি যেদিন বাবা চলে যায় সেদিনও অনেক পরিচিত জনদের সাথে কুশল বিনিময় করেই বিছানায় গিয়েছিল। আসছে ২৬ জানুয়ারি বাবার ২য় মৃত্যু বার্ষিকী।

\*Kaosar Ahemed(January 24 at 10:02pm) excellent . akbar entomology exam e amader question moderare hoyecilo. amra kisui parini. ami to dhore niacilam fail korbo. astonishingly i got A+. all of us except 2 or 3 made the big. i lauded and said to akhter sir- i have got A+. he replied- payaco naki diaci!... ha. ha. ha...... it is the event of my life at KU that i shared much.

\*Shaíkh Rabbï (January 20 at 6:17am)Feeling nostalgic..... All those memories just floating on my mind..... Thanks a lot for reminding, Sir.... We are really blessed to have you as our teacher.....

\*Ashim Kumar Pal (January 20 at 7:22pm)Sir...apnr kotha ame konodin ooooo vulbo na....ame jokhoneee bd map dekhe tokhoneee apnr kotha mone pora....ame ai porjonto amar anek poricito jon ka bolace ja....ame amr ak sir ar satha pura sentmertin dip ghurace....akhon amr mone hoi...ame jodi akhon abar echa kore oita abr gura asar ta parbo NA....karon apne na thakla sei monobolta mone hoi konodin oooo pabo na....Sir...amak asirbad korben...jeno ame apnr moto akjon EVER GREEN manus hota pare....

\*Md Kamrul(January 18 at 12:26am) sir, apnar pura lekhata ami poresi. Olpo somoyer porichoy e manus ke eto apon korte pare apnake na dekhle bujhtam na. Allah apnake dirghojibi korun.

\*Masudur Rahman Kajol (January 18 at 12:59am) kisudin age jessore new market bus counter e suddenly apnar sathe kotodin por dekha hoyesilo...tokhon ki j valo lagsilo ta bole bojhate parbo na...tour e memory guli akhono chokher samne vase....miss u all time sir....ai lekhata porar somoy jeno mone hosse apni samne bose golpo bolsen...poribar porijon niye apnar ai hasimukh soho sara jibon katuk ai kamona roilo....amader jonno doa kotben sir

\*Mostafizur Rahman(January 19 at 12:32pm) sir, sobta prlum khub vlo laglo....

\*Najnin Sultana(January 18 at 9:24am) Sir,onk sundor write up...ak nimisei pore felsi..Sir ami r sonia without preparation a cheradip gesilam jkhane chelera sararat preparation niesilo...apnar jonnoi amader cheradip dekha hoesilo..Thank you,Sir

প্রিয় সুজনেষু,

আমি এমনিতেই আমার অনুজ সহকর্মী বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনকে মনের থেকে খুব খুব ভালবাসি, পারলে তাদেরকে দুটো ভাল পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি, কেউ ফোন করে আমার কাছে সহায়তা চাইলে আমার সাধ্যমত চেষ্টা করি তাদের সহায়তা করতে। একবার আমার কোন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ফোন করলে আমি সেটা Topmost priority দিয়ে সেভ করে রাখি, ফলে আমার মোবাইলের অনেক জায়গা দখল করে আছে তোমাদের অনেকের ঠিকানা। অনেকের অনেক মোবাইল নং অচল হয়ে গেলেও আমার কাছে কিন্তু সেটা যথারীতি সেভ করা আছে। একইভাবে সেভ করা আছে তোমাদের অনেক শিক্ষকের মোবাইল ও টেলিফোন নম্বর।  
পরিশেষে তোমাদের কাছে একজন অগ্রজ কৃষিবিদ হিসেবে বিশেষ অনুরোধ, জীবনের সকল চলার পথে তোমরা তোমাদের যোগ্যতা, মেধা, মননশীলতা, আচরণ, বিচরণ দিয়ে তোমাদের নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করবে যাতে করে এক সময় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের স্টুডেন্টরা স্বগৌরবে মাথা উঁচু করে বলতে পারে আমরাই কৃষিবিদদের মধ্যে সেরা। এমন একটা প্রত্যাশা নিয়ে এবং তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সফল সমাপ্তির আশা করছি। আমি যেখানেই থাকি আগামীকালকে সারাদিন ফেসবুকে আপডেট থেকে Virtually তোমাদের অনুষ্ঠানে শরিক থাকবো এবং আনন্দ উপভোগ করবো তেমন করে ঠিক যেমনটি করতাম তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকলে।

..................................................................

\*\*কৃষিবিদ ড. মো. আখতারুজ্জামান

(বিসিএস কৃষি, ৮ম ব্যাচ)

জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার,

মেহেরপুর।

ইমেইল:drakhtaruzzaman1962bd@gmail.com

